Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.11-21
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মানবেন্দ্রনাথ রায়: নয়ামানবতাবাদের বৈশ্বিক প্রমিথিউস

বিকাশ নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Narendranath Bhattacharya popularly known as M. N. Roy was a multifaceted figure whose life spanned the tumultuous period of India's struggle for independence and the global socio-political upheavals of the early 20th century. His life and intellectual contributions are characterized by multifaceted engagement with political activism, anti-colonial struggles, and socialist ideology. His trajectory took a turn as he delved into Marxist ideology and communism during his time in the Soviet Union. This marked the beginning of Roy's transition from a nationalist revolutionary to an internationalist Marxist. As a political theorist, Roy made significant contributions to Marxist thought, introducing his own ideas that later became known as "Radical Humanism." Roy's international influence extended beyond India, as he became involved in global political affairs. However, disillusioned with the limitations of armed struggles, he shifted his focus to political and social theory. In this background, this paper will attempt to explore the relationship between nationalism and humanism by introducing his expertise and vision. And tried to search what was the passion of his life that's why his thoughts and ideas dynamically changed which marks him as a revolutionary thinker in Indian political thought. To prepare this paper used descriptive methods and secondary sources through quantitative and qualitative data.
Keywords: Indian independence movement, Socialist ideology, Nationalism, Humanism, Radical Humanism.

ভারতীয় রাষ্ট্র রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা বিভিন্ন সময়ে (স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে) বিভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক ও জাতীয় নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এমন একজন নেতৃত্ব ও সংগঠক ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (২১শে মার্চ, ১৮৮৭ - ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫৪)। রায়ের প্রকৃত দার্শনিক

অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল তার কারাগারের সময় থেকে , যিনি বাংলা তথা বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার কর্মসূচিতে সামিল ছিলেন। গান্ধিজি সুভাষচন্দ্রের ধাঁচা যেমন স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তন চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি ভারতের তো বটেই বিশ্বের কমিউনিস্ট চিন্তা-চেতনায় গতিরেখা ঘোরাতে সক্ষম হয়েছিলেন মার্ক্সবাদী ধারায় দীক্ষিত বিশ্বের প্রথম সফল কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্গাতা মহামহিম লেনিনের থিসিসের বিপরীতে তাঁর থিসিস উপস্থাপনের মাধ্যমে। আধুনিক মানস-সম্পন্ন

এক সংশয়যুক্ত পরিবর্তনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারি রায়ের রাজনৈতিক চিন্তার গঠন ও সম্প্রসারণে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি, পশ্চিম ইউরোপের যুক্তিবাদ, জ্ঞানালোকিত যুগের (Age of Enlightenment) বৈপ্লবিক ভাবধারা, আধুনিক যুগের উদারনীতি ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য। একজন ভাবুক বা রাষ্ট্রনীতিবিদের রাজনৈতিক চিন্তা সময় ও পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। রায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার নয়। তবে তাঁর চিন্তার স্বতন্ত্রতা হল ভাবাদর্শগত ভিন্নতা। প্রথম জীবনে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ, পরবর্তীতে মার্কসবাদী এবং জীবন সায়াহ্নে এসে নতুন রাষ্ট্র দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত-এঁর মতে,- মানবেন্দ্রনাথ সেই বিরল চিন্তাবিদদের একজন যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠক ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করলেন এক ভিন্নধর্মী রাষ্ট্র দর্শন যা অনেক ক্ষেত্রেই র‍্যাডিক্যাল হয়েও সনাতনী বামপন্থার প্রতিস্পর্ধী এক বিকল্প রাষ্ট্রভাবনা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, যেটি রাষ্ট্র চিন্তক হিসেবে মানবেন্দ্রনাথের ভাবনার মৌলিকত্ব (দত্তগুপ্ত, ২০১৩, পৃ. ৩৩৫)। মাবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাভাবনার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের সম্বন্ধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের মূল তাড়নাটি যা তার ব্যক্তিত্বের এবং চিন্তা জগতের অনবরত পরিবর্তন সাধন করে বা বলা যায় ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার জগতে তাঁকে একজন পরিবর্তনশীল ভাবুক হিসেবে চিহ্নিত করে-তা অন্বেষণ করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে বহুল পরিচিত (ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তাঁকে এই নামকরণ করেন) ২১শে মার্চ, ১৮৮৭ সালে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আরবেলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ সালে ২৫শে জানুয়ারী তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ৬৮ বছরের এই স্বল্পায়ুর মধ্যে তাঁর কর্মজীবন পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ভারতের কমিউনিস্ট সভায় তাঁর প্রতি সমাদর ও শ্রদ্ধার ঘাঁটতি পরিলক্ষিত হলেও এটি ভুলে গেলে চলবে না যে মি. মার্টিনই (রায়ের ছদ্ম নাম) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০, সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ)। এমনকি রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৯ মেক্সিকো) অবিভক্ত বাংলার এই বলিষ্ট সংগঠক। বাংলার বুকে জন্ম নিলেও বাংলা ভাষায় তার কোনো লেখালাখি নেই (গঙ্গপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃ. ২১৫) -যা থেকে তাঁর কর্ম জগতের ব্যাপ্তি যে বিশ্বজোড়া ছিল তাতে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনকে ‘‘ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা’’ গ্রন্থে অধ্যাপক দত্তগুপ্ত তাঁর ‘‘মানবেন্দ্রনাথ রায়: বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে চরমপন্থী মানবতাবাদ’’ প্রবন্ধে চারটি স্তরে বিভাজিত করেছেন (দত্তগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ২৬৪)। প্রথমত বিপ্লবী চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ, দ্বিতীয়ত মার্ক্সবাদ তীয়ত বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ এবং চতুর্থতত্ মানবতাবাদ। তবে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই বিবর্তনকে তিনটি দিক থেকে দেখার পক্ষপাতি (গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃ. ২১৫)। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা ও চেতনা একটি বিরল চারত্রিক গুন সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদঃ স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র অস্ত্র: জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিশোর বয়সেই ভারতের স্বধীনতা সংগ্রামে সামিল হন ‘রাজনৈতিক ডাকাতির’ (দত্তগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ২৬১) মধ্য দিয়ে। স্বামী রামতীর্থ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সংস্কার আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দের স্বদেশীকতার আদর্শ তাঁকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। সাভারকার ও অরবিন্দ ঘোষের আদর্শের অনুগামী ছিলেন কিশোর বয়স থেকে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এঁর ‘আনন্দমঠ’ -এর পাতায়

লুক্কায়িত সত্ত্বা তাঁকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রায়ের চিন্তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছিল নেতিবাচক। তবে পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ হিসেবে তা তুলনামূলক ইতিবাচক রূপ পরিগ্রহে সক্ষম হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলা যায় তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কারন প্রথম জীবনে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদে এবং মার্কসবাদোত্তর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তার বিলুপ্তি ঘটে মানবতাবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। 'জাতীয়তাবাদী' ধ্যানধারণার উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর সূতিকাগার ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার মধ্যে প্রথিত রয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে রয়েছে ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির তাগিদ। অর্থাৎ ভারত ভূখন্ডের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লাভের তাগিদ দেশে ও দেশের বাইরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার রসদ জোগায়। তা কখনো নেতিবাচক চরমপন্থী বা কখনো পরিণত মার্ক্সবাদী ভাবধারায় প্রবাহিত হলেও তার একটি গঠনমূলক রুপ প্রদানের সর্বব্যাপি প্রচেষ্টা তিনি অনবরত চালিয়েগিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথের চিন্তন ও মনন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেলেও তাঁর মধ্যে সর্বদা একটি বিপ্লবী চেতনা পরিব্যাপ্ত ছিল। যেটি ছিল স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা এবং নিজের দেশ তথা ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের এক দৃঢ় সংকল্প। যে তাড়না থেকে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে অনুমান করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যাবেই। কারন দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করাই তার লক্ষ্য, রাজনৈতিক শাসন তার লক্ষ্য নয়। তাই রায় দেশবাসীর জন্য জনস্বার্থ উপযোগী একটি খসড়া সংবিধান রচনা করেন "Constitution of Free India" (1944) নামে (গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃ. ২৩০)।

বাংলা কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে তরুণ নরেন্দ্রনাথ গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল বিপ্লবী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র সংগ্রহের তাগিদে অর্থের প্রয়োজনে নরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ডাকাতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথের সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়। এই কাজের জন্য তিনি বহুবার ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনীর কাছে ধরাও পড়েন, তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যান। কিন্তু, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় এবং বেলেঘাটা ও গর্ডেনরিচ ডাকাতি মামলার বিচারে তাঁর শাস্তি হয়। দীর্ঘদিন তিনি কারাদন্ড ভোগ করেন (মহাপাত্র & বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮ পৃ. ২৯৫)। অনুশীলন সমিতিতে নরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটলেও যুগান্তর গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে তার জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার নতুন মোড় নিয়ে আসে, কাঁধে তুলে নেন অসাধ্য সাধনের অমোঘ দায়িত্ব। মূলত বাঘাযতীন ও নরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে যুগান্তর গোষ্ঠী, যে বিপ্লবী সংগঠনের স্বপ্নই ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতালাভ করা (চট্টোপাধ্যায়, ২০২১, পৃ. ১০৮)। ১৯১১ সালে বাঘাযতীনের নেতৃত্বে জার্মানির সহায়তায় ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হলে নরেন্দ্রনাথ তার সাথে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯১৫ সালে বুড়িবালামের যুদ্ধে বাঘাযতীন ও তাঁর সহযোগীরা নিহিত হলে নরেন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টায় জার্মানি থেকে অস্ত্র সংগ্রহের তাগিদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে বার্লিন পৌঁছবার প্রস্তুতি নেন (দত্তগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ২৬১)। সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবোধের তাড়নায় বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। আর এই প্রবাসী জীবন ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার পটচিত্রে পরিবর্তন সাধনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুলির মধ্যে একটি। তিনি সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা ত্যাগ করে মার্কসবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই সময়

কমিনটার্নের একজন অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি গড়ে তোলেন জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাঁর মার্কসবাদী ভাষ্য (দত্তগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ২৬৫)। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা কী- তা নিয়ে লেনিন ও রায়ের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। মার্কসবাদের শ্রেণীর ধারণা থেকে তিনি জাতীয়তাবাদকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেন নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে। তাদের মূল লক্ষ্য হল উপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে নিজেদের শ্রেণী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদের ভূমিকা নেতিবাচক হতে বাধ্য। রায়ের বিচারে জাতীয়তাবাদ নয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল ঔপনিবেশিক দেশগুলির সামনে একমাত্র মুক্তির পথ (দত্তগুপ্ত, ২০১৩, পৃ. ৩৪১)। যে পথের সন্ধানে ব্রতী হতে তিনি এমন একটি পথের নির্মাণ করেন যা চিরাচরিত দর্শন ভাবনার থেকে পৃথক। দর্শন চিন্তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যারও পরিশোধিত রুপের অনুসন্ধান করেছেন ভাব ও বুদ্ধির অনুপ্রবেশ সাধনের মধ্য দিয়ে (গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮ পৃ. ২৩৫)। যেখানে অধিবিদ্যক আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদী অনুশীলন তাঁর কাছে একেবারেই নিষ্প্রভ।

মার্ক্সবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায়ঃ বাঙালীর আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদী ধারা থেকে বেরিয়ে বস্তুবাদী ধারার সূচনা: মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তার জগতে নতুন মোড় আসে বিদেশে থাকাকালীন বিশেষত যুগান্তর গোষ্ঠীর নেতা ও পরিচালক বাঘাযতীনের মৃতুর পর যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছেছিলেন। ১৯১৫ সালে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির সূত্র ধরেই তাঁকে পাড়ি দিতে হয় প্রবাসের অভিমুখে। এই প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নতুন বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। যার পরিণতি স্বরূপ তিনি পরিত্যাগ করেন তাঁর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা এবং তাঁর রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ পুষ্ট অতীতকে (দত্তগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ২৬১)। যার কিছুটা বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর পন্ড হয়েছিল, কারণ রায় তাঁর পরিকল্পনা মতো যুগান্তর দলের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের তাগিদে। তাঁর জীবনের এই পর্বটি ছিল বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ থেকে মার্কসবাদী মানবেন্দ্রনাথে উত্তরিত হওয়ার পর্ব। শুধু তাই নয় মার্ক্সীয় বস্তুবাদকে এক অভিনব আঙ্গিকে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছিলেন। তাতে বিশ্বের বামপন্থী নেতানেত্রীর বিরাগভাজন হয়েছেন ঠিকই তা সত্ত্বেও তার অমোঘ সৃষ্টি ও সত্ত্বার প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি নিজেকে ব্রতী রেখেছিলেন।

১৯১৬ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে লালা লাজপত রায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন চরমপন্থী নেতৃত্ব ও বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সমর্থন করলে রায় ১৯১৭ সালে সেখান থেকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র মেক্সিকো চলে আসেন। এখানেই তিনি রাশিয়ার বলশেভিক নেতা মিখাইল বরোদিনের সাথে পরিচিত হন। এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত হলেন। মানবেন্দ্রনাথের উত্তরণ ঘটল জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে (মহাপাত্র ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৪)। তিনি রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য। তিনি বরোদিনের পরামর্শে রাশিয়া পাড়ি দেন এবং সেখানে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্নের সদস্য হন। এর সুবাদে ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (অক্টোবর বিপ্লব, ১৯১৭) অবিসংবাদিত নেতা লেনিনের থিসিসের বিপক্ষে তিনি তাঁর থিসিস উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস বিখ্যাত লেনিন-রায়ের এই বিতর্কে রায়

জাতীয়তাবাদকে শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে অতি বামপন্থার পথে হেঁটেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে এই অতি বামপন্থার মনোভাবের পিছনে রায়ের প্রথম জীবনের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের সন্ত্রাসবাদী মনোভাব কাজ করেছে। তিনি মার্কসবাদের ওপর কোনও মৌলিক ভাষ্য রচনা করেননি, তিনি মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছেন। যে কারণে তিনি উপনিবেশিক দেশগুলিতে বিশেষত ভারতবর্ষে জাতীয়তাবদী নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে শ্রমিক-কৃষকের কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিছু শিক্ষিত মুহাজিরকে নিয়ে রাশিয়ার তাসখন্দে ১৯২০ সালে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। চিনের বিপ্লবে বরোদিনের সাথে মতপার্থক্য ও রায়ের ব্যর্থতা কমিনটার্নের সাথে রায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি করে। কমিনটার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে (১৯২৮) রায়ের ঔপনিবেশিক চিন্তা ভাবনার বিরোধিতা করা হয় এবং তাকে দল ত্যাগী বলে তীব্র সমালোচনা করা হয়। কমিনটার্নের সাথে সম্পর্কের ছেদ এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের ফলে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তিনি মার্ক্সবাদের সংশোধনে বিভিন্ন দিক থেকে মার্ক্সবাদের ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন। অধ্যাপক ভি.পি. ভার্মার (Verma, 1961, p. 499) মতে ত্রুটিগুলি হল- প্রথমত- রায়ের মতে, মার্কসীয় বস্তুবাদ উদ্ধতপূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক। মার্কস মানুষের সৃজনশীলতার দিকটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কারন হিসেবে তিনি দেখান মার্ক্সের বস্তুবাদে হেগেলীয় ভাববাদের প্রভাব রয়েছে, যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর দিদেরো, হেলভেশিয়াস, হলবাক এর বস্তবাদকে বর্জন করেছেন। রায়ের চোখে মার্কসবাদে সাধারণ জনগণের অটনমির বিষয়টি গুরুত্ব পাইনি। দ্বিতীয়ত- রায়ের মতে, ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ সামাজিক প্রক্রিয়ায় মানসিক কাজের ক্ষেত্রে এটির ভূমিকা সীমিত। তৃতীয়ত- মার্কসবাদে সমষ্টিবাদের সঙ্গে সঙ্গে মানবতাবাদের দিকটির কথাও আছে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে এই দুটি ধারণা পরস্পর বিপরীত। চতুর্থত- মার্কসীয় দর্শন সর্বদা ভাব ও অর্থনীতি কেন্দ্রিক পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে স্বীকার করেননি। পঞ্চমত- রায়ের মতে মার্ক্সবাদে উদারনীতিবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাকে বর্জন করেছেন। এমনকি তিনি মার্ক্সবাদের শ্রেণী সংগ্রামের সমাজতাত্ত্বিক ধারণার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যাইহোক রায় সেই চিন্তাবিদদের একজন যিনি তথাকথিত কোন ধারার সাথে নিজেকে মেশাতে পারেননি তা সে হোক মার্ক্সবাদ, হোক গান্ধিবাদ আবার তা হতে পারে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ। তাঁকে সর্বদা এক অমোঘ শক্তি তাড়িত করেছে যার ফলে তিনি একেবারে একটি নতুন দর্শন ভাবনার একটি দিশা আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৩১ সালে ভারতে ফেরার পর তিনি গ্রেপ্তার হন। এর ঠিক পাঁচ বছর পর ১৯৩৬ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তিপান। ৩৬ সাল থেকে তাঁর পরবর্তী জীবনকে বিশেষজ্ঞরা তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন (ভট্টাচার্য, ২০০৯, পৃ. ৪৮৩) - (১) গান্ধী বিরোধী বামপন্থী কংগ্রেস নেতা হিসেবে প্রথম ৪ বছর (১৯৩৬-৪০) অর্থাৎ রায়ের আলাদা ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, (২) ফ্যাসিবাদ বিরোধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সমর্থক হিসেবে ৫ বছর (১৯৪১-৪৬), (৩) রাজনৈতিক দল বিরোধী মানবতাবাদী প্রবক্তা হিসেবে জীবনের অন্তিম ৭ বছর (১৯৪৭-৫৪)। দেশে ফিরে মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি প্রগতি বিরোধী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব খোঁজার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন এবং মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। একদিকে রায় ও রায়পন্থী এবং অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় নেতৃবর্গ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু

এক্ষেত্রে রায়ের ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবনা থেকে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে- 'It was a cataclysmic upheaval marking a historical turning point, it was an international civil war. The real enemy therefore was not a state but a rampant ideology-Fascism' (Chandra, 1998, p.167)। ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বড় শত্রু বলে তিনি মনে করেছেন। তাই আগে ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধ এবং পরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম (ভট্টাচার্য, ২০০৯, পৃ. ৪৮৫) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করার তাগিদ থেকে তিনি ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র জাতীয়তাবোধ নয় আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সারা বিশ্বের কাছে অশুভ শক্তির বিনাশ চেয়েছেন। যা থেকে শুধুমাত্র নেশন-এর ভাবধারা থেকে নয় বিশ্বনাগরিক হিসেবে মানুষকে বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিপন্ন করতে মানবাধিকার বা মানুষের মুক্তির পথ নির্মাণ করেছেন, যা তাঁকে দার্শনিকাসনে শ্রেষ্ঠত্বের সারিতে অধিষ্ঠিত করে বলা যায়।

নয়ামানবতাবাদঃ যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি: জাতীয়তাবদী নেতৃবৃন্দ যখন স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত রায় তখন নতুন চিন্তায় নিমগ্ন থেকেছেন। দলীয় রাজনীতির কোলাহল থেকে বিদায় নিয়ে জীবনের শেষ কয়েক বছর মানুষের স্বাধীনতা ও মানবতাবাদকে গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। মূলত তাঁর এই নব-দর্শনের অনুসন্ধানের পিছনে কাজ করে পৃথিবীর দুই মহাশক্তি জোটের অন্তর্দ্বন্দ্ব। পৃথিবী কেন আরো একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে অর্থাৎ মানব সভ্যতার এই অবনতির কারণ খুঁজেতে তিনি উপস্থাপন করেছেন একটি দর্শনের যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। জগতে যা কিছু দর্শন, মতবাদের জন্ম হয়েছে তার মূলে রয়েছে মানুষ, তাই মানবতাবাদী দর্শন নতুন কোন বিষয় নয়। তবে ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের বিকাশ মানবজাতি ও মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিজ্ঞান সম্মত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানবেন্দ্রনাথ মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন, তাই এটি নয়া মানবতাবাদ। রায়ের মানবতাবাদ বাইশটি সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত। যেখানে প্রথম থেক ষষ্ঠ সূত্র পর্যন্ত মানবতাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা বলা যায় দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। পরবর্তী সাতটিতে অর্থাৎ সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে সাম্যবাদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের অপ্রাচুর্যতার বিষয়ে এবং শেষ নয়টিতে চরমপন্থী গণতন্ত্রের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে (ঘোষ, ২০২০, পৃ. ২৬৩)। অধ্যাপক দাসের মতে (দাস, ১৯৬৩, পৃ. ৮) প্রথম ছয়টিতে মানবতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং তারপর সেই প্রথম ছয়টিতে মানবতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং তারপর সেই দর্শনের মানদণ্ডে প্রচলিত লিবারেল মতবাদ ও মার্ক্সবাদের দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচার ও খন্ডন ও নব-মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে নতুন এক সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিকল্পনা প্রণিত হয়েছে। তবে রায় নিজের জীবদ্দশায় সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সক্ষম না হলেও তার পথ বাতলে দিয়েছেন। যাইহোক অধ্যাপক অলোক নারায়ণ চৌধুরীকে (চৌধুরী, ২০১১, পৃ. ১৭৬) অনুসরণ করলে নয়ামানবতাবাদের সূত্রগুলির রূপ দাঁড়ায় –

১. মানুষই হল সমাজের ভিত্তি। সামাজিক অগ্রগতির একমাত্র মাপকাঠি হল ব্যক্তির উন্নতি। ব্যক্তিসত্তাকে সকল প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিচালনার কেন্দ্রে স্থান দিতে হবে যাতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন হয়। অর্থাৎ সমষ্টির অংশ হলেও ব্যক্তিসত্তার সার্বভৌমত্ব প্রদান জরুরী।

২. সত্যের অনুসন্ধান ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং সামাজিক ইতিহাস রচনা করে। মার্ক্সের কাছে সমাজের পরিবর্তন যেখানে দন্দ্বমূলক বা অর্থনৈতিক নির্ধারনবাদের মাধ্যমে ঘটে সেখানে রায়ের কাছে এটি দেহকেন্দ্রিক। স্বাধীনতা ও সত্যের অনুসন্ধানই হল মানব প্রকৃতির মৌলিক আকাঙ্ক্ষা যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
৩. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যে-কোন ক্ষেত্রেই মানুষের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল আরো স্বাধীনতা অর্জন করা। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের পথে অন্তরায়গুলির অবলুপ্তি।
৪. মানুষের যুক্তিবাদিতা ও ইচ্ছাশক্তি বা আবেগ সহজাত হলেও উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যার দ্বারা পারিপার্শ্বিকতাকে প্রভাবিত ও নির্দেশিত করতে পারে। যে কারনেই মানুষ সমাজের পরিবর্তন করতে পারে এবং বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে।
৫. এখানে মার্ক্সের ইতিহাসের গতিতত্ত্বকে খন্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্ক্সের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ বস্তুবাদ ছাড়াও ইতিহাসের অগ্রগতির অন্য অনেক কারণ আছে যার মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি অন্যতম। এটি চতুর্থ ও দ্বিতীয় সূত্রের অংশবিশেষ।
৬. মানুষের ভাবনাচিন্তা একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃয়া যার উৎস হল পরিবেশ সঞ্জাত চেতনা, তাই এটি একবার গঠিত হলে তা স্বাধীনভাবে নিজস্ব নিয়মে চলে। মানুষের ভাবনা চিন্তা ও সমাজের পরিবর্তনের ধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরস্পর সমান্তরাল পথে চলে।
৭. মুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে কেবলমাত্র সমাজের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য বিপ্লব সগঠিত হলে চলবে না, তার থেকেও অগ্রবর্তী হতে হবে।
৮. সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ কি না তা অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার্য। যে সমাজ দর্শন বা সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত সেই দর্শন ও পরিকল্পনাকে প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক বলা যায় না।
৯. রাষ্ট্র যেহেতু সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন সেই কারনে সাম্যবাদের পর্যায়েও তার বিলুপ্তি ঘটে না, মার্ক্সীয় কাল্পনিক ধারা অভিজ্ঞতায় অবাস্তব প্রতিপন্ন।
১০. রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তন হলেই শ্রমিক-শোষণ বন্ধ হবে বা সম্পদের সমান বন্টন সম্ভব হবে তা বলা যায় না।
১১. রাজনৈতিক একনায়কত্বে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দক্ষতা, যৌথ উদ্যোগ এবং সামাজিক প্রগতির নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা উপেক্ষিত হয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে উদ্দেশ্য থেকে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা সফল হয়না।
১২. আনুষ্ঠানিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমানিত। গণতন্ত্রকে কার্যকরী করতে গেলে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তার স্বাধীন প্রয়োগ যাতে করতে পারে তার পথ ও লক্ষ্য নির্ধারিত হবে।
১৩. উদারনীতিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রে অর্থহীন ও মিথ্যা ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্যনীতি মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে অব্যাহত রাখে। ফলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।
১৪. একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিকল্প হতে পারেনা। জনগণের কমিটির মাধ্যমে তাদের হাতে ক্ষমতার সমর্পন করলে তবেই ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হবে।

১৫. প্রতিটি সমাজ দর্শনে ইতিহাসের এই মৌলিক ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যে মানুষ তার নিজস্ব জগতের স্রষ্টা। আর তা সম্ভব হয় তার চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা আছে বলে এবং এই চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরেই সম্ভব হয়। সুতরাং মানুষের যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

১৬. সামাজিক বিপ্লবের পদ্ধতি এবং কর্মসূচি সামজিক অগ্রগতির মৌলিক নীতির পুনর্জাগরণের উপর ভিত্তি করে রচিত হবে। এই উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে সুসংগঠিত করতে হবে।

১৭. আমূল গণতন্ত্রে সমাজের অর্থনীতি এমনভাবে পুনর্গঠিত হবে যাতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। সকলের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হল মুক্তির প্রধানতম শর্ত।

১৮. নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন ও তার বন্টন। প্রতিনিধিমূলক শাসনে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকে না, তাই প্রাপ্তবয়ষ্কের দ্বারা গঠিত জনগণের কমিটির (পঞ্চায়েত) মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ হবে এর রাজনৈতিক ভিত্তি। যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল নতুন সমাজ হবে পরিকল্পিত, যার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা।

১৯. আমূল গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং অনাসক্ত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে। সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি বজায় রাখতে হলে এদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড খেয়াল খুশি মত হবে না, হবে যুক্তিসম্মত অর্থাৎ নীতি সম্মত (দাস, ১৯৬৩, পৃ. ৯৯)।

২০. জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সংস্কারবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলি এমন হবে যেখানে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবর্গকে জনসম্মুখে নিয়ে আস্তে সমর্থ হবে।

২১. র‍্যাডিক্যালিজম বিজ্ঞানকে সামাজিক সংগঠনে একীভূত করে এবং যৌথ জীবনের সাথে ব্যক্তিত্বের মিলন ঘটায়। এই সমাজে সমাজপ্রগতির একটি সার্বিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে স্বাধীনতার নৈতিক-বৌদ্ধিক ও সামাজিক অন্তর্বস্তু প্রধান হয়ে ওঠে।

২২. প্রোটাগোরাসের ‘‘মানুষই সব কিছুর মানদন্ড” বা মার্ক্সের ‘‘মানবজাতির মূল হল মানুষ” হচ্ছে নব-মানবতাবাদের দর্শনের মূল প্রত্যয়, যে দর্শন মুক্তমনা মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায় মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার আদর্শ তুলে ধরে।

ভারতের উপনিষদীয় মানবতাবাদ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ সবই ধর্মীয় বা Theocentric মানবতাবাদ। ভারতে একমাত্র মানবেন্দ্রনাথ সরাসরি Anthropocentric Humanism বা পার্থিব মানবতাবাদ প্রচার করেন (ভট্টাচার্য, ২০০৯, পৃ. ৪৯১) আধ্যাত্মিকতার পরিমিশ্রহীন এবং স্বভাবগত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের উপর মানবেন্দ্রনাথের ‘নবমানবতাবাদ’ দর্শন প্রতিষ্ঠিত (গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পৃ. ৪৩১)। রায়ের নয়া-মানবতাবাদের লক্ষ্য হল মানুষের মুক্তি। এই মুক্তি অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্র থেকে কোন মুক্তি নয়, এটি হল আত্মিক ও বৌদ্ধিক স্তরের মুক্তি। এটি সম্ভব হবে একমাত্র তখনই যখন মানুষ তার নিজের যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রত্যয়কে আশ্রয় করে মুক্তির কাঙ্খিত পথটি বেছে নিতে পারবে (দত্তগুপ্ত, ২০১৩ পৃ. ৩৪৭)। থিওসেন্ট্রিক মানবতাবাদ মানুষের মধ্যে ভাবের উদ্রেক ঘটিয়ে মুক্তির সন্ধান করে আর রায়ের মানবতাবাদ সেখানে যুক্তির পথ ধরে মুক্তির

পথের দিশারী। তাঁর কাছে যুক্তি কোন ঐশ্বরিক দান নয়, এটি মানুষের সহজাত জৈবিক ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের মুক্তির সঙ্গে আবেগ বা ঐশ্বরিক বিষয় মানবতাবাদের সাথে যুক্ত, কিন্তু নয়ামানবতাবাদে যুক্ত মানুষের মুক্তির সাথে যুক্তি। উন্নত প্রাণী হিসেবে মানুষ তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনের মধ্যদিয়ে আত্মিক স্বাধীনতা লাভ করবে বলে রায় মনে করেন। যার জন্য তাকে নিজের মধ্যে থাকা মূল কতকগুলি বাধা দূর করতে হবে, আর তার পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এই সূত্রগুলিতে। এই নব মানবতাবাদের মূল প্রত্যয় হল প্রোটাগোরাসের ভাষায় ‘ব্যক্তি-মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড’ কিংবা মার্ক্সের ভাষায় ‘ব্যক্তি মানুষই মানবজাতির মূল’ এবং এই দর্শন দিয়েছে এক মুক্তমন নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ (দাস, ১৯৬৩, পৃ. ৪)।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভাবনার তাৎপর্য: পার্লামেন্টরি ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র (ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি) ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র (সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি) -এর অসারতাকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে মানবতাবাদী দর্শনে এবং তুলে ধরা হয়েছে ব্যক্তির প্রাধান্যকে। এইভাবে যদি দেখা যায় ব্যক্তি $\rightarrow$ যুক্তি $\rightarrow$ নৈতিকতা $\rightarrow$ মুক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিকে মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে তাকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনষ্ক হতে হবে। তবেই তার সিদ্ধান্ত নীতিসম্মত হবে। যুক্তিপরায়ণ হলেই নীতিপরায়ণ হবে। কারণ বিবেকবোধ তখনি কাজ করে যখন আমরা আবেগ তাড়িত না হয়ে যুক্তিসংগতভাবে চিন্তা করি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেগ বা ষড়রিপুর দ্বারা প্রভাবিত হলে সেই সিদ্ধান্ত নীতি সম্মত হবে না। অর্থাৎ ব্যক্তি (চিন্তা) + যুক্তি = নৈতিক সিদ্ধান্ত, ব্যক্তি (চিন্তা)+ষড়রিপু= দুর্নীতি বা অনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তাকে মুক্তমনা (ষড়রিপু থেকে মুক্ত) হতে হবে। আর একমাত্র শিক্ষাই সেটি করতে পারে। তাই নয়ামানবতাবাদী দর্শন মানুষের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাবে, যাতে তারা পাবলিক অ্যাফিয়ার্সের বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাত হয় এবং সরকারের কার্যকলাপকে বিবেচনা করতে শেখে। জনগণ যাতে উপলব্ধি করে জনপ্রতিনিধি তাদের সমর্থনের ওপর টিকে থাকে তাই প্রতিনিধিকে বড় করে না দেখে নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। অর্থাৎ নবমানবতাবাদী দর্শন মানুষের সম্মিলিত ও যৌথ নেতৃত্বের দাবী জানায় যেখানে তাদের প্রতিনিধির থেকে নিজেদের অংশগ্রহণের তাৎপর্য জনমানসে প্রচার করে। তাঁর মতে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণসার্বভৌমত্বের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র পথচুত্য। Parliamentary democracy has degenerated into 'a scramble for power among the party machineries' (Singh & Chouhan, 2107, P. 328)। তাই গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্রের মোড়ককে ভাঙতে চায় রায়ের মানবতাবাদ। অর্থাৎ রায়ের মানবতাবাদী দর্শন শুধুমাত্র দার্শনিক পর্যায়ে রয়ে যাবে এমনটা নয়- নতুন আঙ্গিকে তার প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন সম্ভব শুধু প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগের আর মুক্তমনা মানুষের। বিশ্বায়নের যুগে ব্যক্তি আর ব্যক্তি নেই পরিণত হয়েছে কনজিউমারে (ভোক্তা), রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিই প্রধান, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিকলাঙ্গ, সেই প্রেক্ষিত থেকে সভ্যতার উন্নত প্রাণী হিসেবে মানুষকে নতুন ভাবে খুঁজে পেতে রায়ের মানবতাবাদী দর্শনের প্রয়োগ জরুরি।

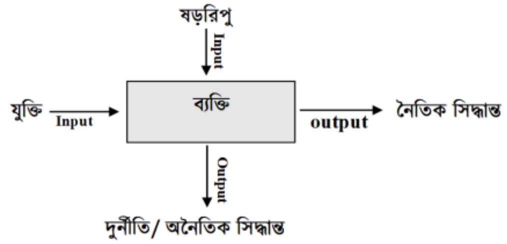

ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তি ও ষড়রিপুর প্রভাব

মানবেন্দ্রনাথ রায় একদিকে ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। আবার অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীলতা। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদ থেকে নয়া-মানবতাবাদী হিসেবে অর্থাৎ Beyond Communism-এ পৌঁছবার প্রচেষ্টা। শুধু তাইনয় একটি সংস্কারবাদী কাঠামো রচনায় তিনি বিভিন্ন মতাদর্শের সম্মিলিত সিন্থেসিস খাড়া করেছেন যেটি জাতীয়তাবাদের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না (Maiti, 2023, 789)। রায়ের রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রসেসে রায় দেখিয়েছেন জাতীয়তাবাদ এবং মানবতাবাদ একসাথে চলতে পারে কারণ দুটিই পরস্পর সহযোগিতামূলক, এর চরিত্র প্রতিযোগিতা মূলক নয়। মার্কসবাদী হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। হাল-আমলের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে রায়ের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কমিউনিস্ট দলগুলি মার্কস-লেনিনের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামের কথা বলে। রায় মার্ক্সবাদের একমুখী ব্যাখ্যাতে সীমাবদ্ধ থাকেননি। সময়ের সাথে তার যুগপোযোগী প্রয়োগের পথের অনুসন্ধানী হয়েছিলেন চিরাচরিত একমুখীনতা থেকে বেরিয়ে আর তাতে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী নেতৃত্বের বিপক্ষে দাঁড়াতে পিছপা হননা। তাঁর পরিবর্তনশীল চিন্তা প্রকৃতির জন্য তিনি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান কমিউনিস্ট নেতানেত্রীর কাছে তাঁর প্রতি সমাদরের অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া কমিনটার্নের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ব কমিউনিস্টের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থানও এর পিছনে বিশেষ ভাবে কাজ করে। প্রজাতন্ত্রে যে রাজাদের ঠাঁই নেই (চট্টোপাধ্যায়, ২০২২, পৃ. ৭৩) রায়কে অনুসরন করে তা বলা যায় অর্থাৎ রায় সেই রাজাদের সারিতে পড়েন যিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় প্রজার (তার দেশবাসির) মঙ্গলার্থে ব্যয় করলেও রাজা হিসেবে (পার্টি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে) তিনি সর্বাগ্রে সমাদৃত হননা। তবে জীবনের অন্তিমলগ্নে চেতনাগত দিক থেকে তিনি যে মানবিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং মানুষের মুক্তির দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছেন তার জন্য তিনি বাংলা থেকে বিশ্ববাসী সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেবেন সে বিষয়ে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকা কাম্য নয়। ভারতবর্ষের যে সব লোক আমাদের দেশকে নূতন করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতের জনসাধারণের সেই শক্তি আছে, তারাই হল বিপ্লবী (রায়, ১৯৫৮, পৃ. ১০৭)। আর মানবেন্দ্রনাথ হলেন সেই বিপ্লবী যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবমুক্তির মানবতাবাদের দিশারি

হয়েছেন। অর্থাৎ সর্বপরি তাঁর জীবন বোধের পিছনে তা সে জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্রনাথ হোক বা মার্ক্সবাদী অথবা নয়ামানবতাবাদী মানবেন্দ্রনাথ সকল ক্ষেত্রে মানব ধর্মের তাড়না কাজ করেছে সে কথা অনায়াসে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হবার কথা নয় ।

তথ্যসূত্র:

1) গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন (১৯৬৮). বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তাঃ দ্বিতীয় খন্ড (প্রথম সংস্করণ). জি.এ.ই. পাবলিশার্স. কলকাতা. পৃ. ২১৫-২৩৫.
2) গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন (১৯৬৮). বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তাঃ রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ (প্রথম সংস্করণ). সুবর্ণরেখা. কলকাতা. পৃ. ৪৩১.
3) ঘোষ, শিবাশিস (২০২০). ভারত রাষ্ট্রনির্মাণ: মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শন ও চিন্তন. মিত্র. অভিষেক (সম্পাদিত), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা: কৌটিল্য থেকে অমর্ত্য সেন (পৃ. ২৬৩). প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. কলকাতা.
4) চট্টোপাধ্যায়, অনীক (২০২১). মানবেন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ. বন্দ্যোপাধ্যায়. মানস মুকুল ও বসু. আশিস কুমার (সম্পাদিত), জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি চিন্তাবিদ (পৃ. ১০৮). এভেনেল প্রেস. বর্ধমান.
5) চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০২২). জাতীয়তাবাদের সত্যি-মিথ্যেঃ চার্বাক উবাচ (বঙ্গানুবাদঃ অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, কুমার রানা, বোধিসত্ত্ব কর, মৈনাক বিশ্বাস ও সুমন্ত মুখোপাধ্যায়). অনুষ্টুপ. কলকাতা পৃ. ৭৩.
6) চৌধুরী, আলোকনারায়ণ (২০১১). ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা (প্রথম সংস্করণ). প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. কলকাতা. পৃ. ১৭৬-১৭৯.
7) দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (২০০১). মানবেন্দ্রনাথ রায়: বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে চরমপন্থী মানবতাবাদ. চক্রবর্তী. সত্যব্রত (সম্পাদিত), ভারতবর্ষ রাষ্ট্র ভাবনা (পৃ. ২৬১-২৬৫). একুশে প্রকাশন. কলকাতা.
8) দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (২০১৩). মানবেন্দ্রনাথ রায়: বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে রাডিক্যাল মানবতাবাদ. মুখোপাধ্যায়. অশোককুমার (সম্পাদিত), ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা পরিচয় (পৃ. ৩৩৫-৩৪৭). পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. কলকাতা.
9) দাস, স্বদেশরঞ্জন (১৯৬৩). নব মানবতাবাদ (মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিউ হিউম্যানিজম এর বাংলা অনুবাদ). জিজ্ঞাসা. কলকাতা. পৃ. ৪-৮, ৯৯.
10) ভট্টাচার্য, গৌরীপদ (২০০৯). র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম: মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা. চক্রবর্তী. রাধারমন (সম্পাদিত), ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন (পৃ. ৪৮৩-৪৯১) প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স. কলকাতা.
11) মহাপাত্র, অনাদিকুমার. এবং বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন (১৯৯৮). ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন. সুহৃদ পাবলিকেশন. কলকাতা. পৃ. ২৯৫-৩০৪.
12) রায়, সমরেন (১৯৫৮). মানবেন্দ্রনাথ রায়ঃ জীবন ও দর্শণ (প্রথম সংস্করণ). দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা. পৃ. ১০৭.
13) Chandra, P. (1998). Modern Indian Political Thought. Vikas Publishing House Pvt Ltd. New Delhi. P. 167.
14) Maiti, P. (2023). M.N. Roy's Political Thought: a Revolutionary Perspective. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 05(08),783-790. https://www.irjmets.com/uploadedfiles/paper//issue_8_august_2023/43951/final/fin_irjmets1691900135.pdf accessed on 31.01.24 at 8 pm.
15) Singh, D.K. & Chouhan, A.P.S. (2017). M.N. ROY: Twentieth-Century Renaissance. In H. Roy, & M.P. Singh (Eds), Indian Political Thought: Themes and Thinkers (P. 328). Pearson. Noida.
16) Verma, V.P. (1961). Modern Indian Political Thought. Laksmi Narain Agarwal Educational Publishers. Agra. P. 499.